সাধুগণের সেবনীয়। যেহেতু এই বংশে লোকপাল ধর্ম্মরাজ তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ। তুমি কেবল লোকপাল বলিয়াই প্রশংসনীয় নও, অধিকন্তু শ্রীভগবান্ই তোমার সর্ব্বস্ব। যে বংশে ভগবদ্গতপ্রাণ ভক্তের জন্ম হয়, সে বংশকে সাধুমাত্রেই সেবা করিয়া থাকে। যে তুমি শ্রীভগবানের কীর্ত্তিশ্রেণী প্রতি পদে পদে প্রতিক্ষণে নূতন করিয়া তুলিতেছ। ইতি শ্লোকার্থ ॥ ৪৫ ॥

শ্রীকাপিলেয়েঽপি যথাহ—
ন যুজ্যমানয়া ভক্ত্যাভগবত্যখিলাত্মনি
সদৃশোঽস্তি শিবঃ পন্থা যোগিনাং ব্রহ্মসিদ্ধয়ে ॥ ৪৬ ॥

অতএব, হরিকথা উপলক্ষিতা-ভক্তিই যে পরম শ্রেয়ঃ পদার্থ, তাহাই দেখান হইয়াছে। ৩।৮।১ শ্লোকে শ্রীমৈত্রেয় বিদুরকে বলিয়াছেন। শ্রীকাপিলযোগেও শ্রীভগবান্ কপিলদেব নিজ জননী দেবহূতিকে যেমন প্রকারে বলিয়াছেন, তাহাতেও শ্রীভগদ্ভক্তিরই শ্রেষ্ঠত্ব দেখান হইয়াছে—হে জননী! মনঃশুদ্ধিবিষয়ে ভক্তিই অন্তরঙ্গ সাধন। অখিলাত্মা শ্রীভগবানে প্রযোজ্যমানা ভক্তির মত যোগীগণের ব্রহ্মসিদ্ধিলাভের মঙ্গল ও সুখময় পন্থা আর নাই। ইতি শ্লোকার্থ ॥ ৪৬ ॥

ব্রহ্মসিদ্ধিঃ পরতত্ত্বাবির্ভাবঃ। তথা—
এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাংনিঃশ্রেয়সোদয়ঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন মনো ময্যর্পিতং স্থিরম্ ॥ ৪৭ ॥
ভক্তিযোগেন শ্রবণাদিনা ময্যর্পিতং সৎ মনঃ
স্থিরং ভবতীতি যদেতাবানেব ॥ ৩ ॥ ২৫ ॥
শ্রীকপিলদেবঃ ॥ ৪৭ ॥

ব্রহ্মসিদ্ধি—পরতত্ত্বের আবির্ভাব। ইহলোকে তীব্র ভক্তিযোগে মনটি আমাতে অর্পিত হইলেই স্থির হইয়া থাকে অর্থাৎ লয়, বিক্ষেপ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া থাকে—এইটিই জীবের পরমমঙ্গল প্রাপ্তি। ইতি শ্লোকার্থ ॥ ৪৭ ॥

ভক্তিযোগেন—শ্রবণাদি দ্বারা মনটি আমাতে অর্পিত হইলেই স্থির হইয়া থাকে, এইটিই জীবের পরম মঙ্গল। শ্রীকপিলদেব শ্রীদেবহূতিকে বলিয়াছেন। এই দুইটি শ্লোকেই তৃতীয়স্কন্ধের ২৫ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হইয়াছে ॥ ৪৭ ॥

শ্রীকুমারোপদেশেঽপি জ্ঞানোপদেশানন্তরম্—যৎপাদপঙ্কজপলাশ-বিলাস-ভক্ত্যা কর্ম্মাশয়ং গ্রথিতমুদ্গ্রথয়ন্তি সন্তঃ। তদ্বন্নরিক্তমতয়ো যতয়ো নিরুদ্ধ—স্রোতোগণাস্ত-মরণং ভজ বাসুদেবম্ ॥ কৃচ্ছ্রো মহানিহ ভবার্ণবমপ্লবেশাং ষড়্বর্গনক্রমসুখেন তিতীর্ষন্তি। তত্ত্বংহরের্ভগবতো ভজনীয়মঙ্ঘ্রিং কৃত্বোডুপম্ ব্যসনমুত্তরদুস্তরার্ণম্ ॥ ৪৮ ॥